



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1

বর্ষ ১ ♦ শিলচর, শুক্রবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ♦ ২১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

♦ www.krctimes/bangla

ISSUE-3

9th October 2026 ♦ Friday ♦ KRC Times East and NE India Edition

♦ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year



WhatsApp payment details : 8721838313
info@krcfoundation.org

অসমে মাধ্যমিকের ফর্ম পূরণ শুরু ১২ অক্টোবর, শেষ ১০ নভেম্বর

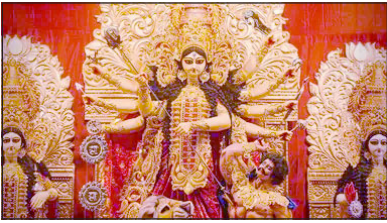
গুয়াহাটি : ২০২৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট (এইচএসএলসি) পরীক্ষার অনলাইন ফর্ম পূরণের সূচি ঘোষণা করল অসম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ (এএসএসইবি)। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ফর্ম পূরণ শুরু হবে। শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর। পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইন ফি জমা বা চালান তৈরির শেষ দিন ১২ নভেম্বর। ব্যাঙ্কে চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। ফর্মে প্রয়োজনীয় সংশোধনের শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর। এর পর কোনও বিষয় সংক্রান্ত সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় ব্যবহৃত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। যে স্কুলে নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল, সেই স্কুলের মাধ্যমেই ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক।

দুর্গাপূজোয় ত্রিপুরায় ১০ হাজারের বেশি পুলিশ, জরুরি যান চলাচলে গ্রিন করিডর

আগরতলা : দুর্গাপূজোয় নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ত্রিপুরাজুড়ে ১০ হাজারেরও বেশি পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) কর্মী মোতায়েনের পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন। নজরদারি জোরদার করতে বসানো হবে ১৮০টি অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও ১৬৯টি ওয়াচটাওয়ার। জরুরি পরিষেবার গাড়ির দ্রুত যাতায়াতের জন্য তৈরি করা হবে গ্রিন করিডর।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক জি এস রাও জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২,৯০৫টি দুর্গাপূজো নথিভুক্ত হয়েছে। আগরতলায় প্রায় ৪৫০টি পূজো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শহরে নির্দিষ্ট পূজোর দিনগুলিতে বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত নো-এন্ট্রি বিধি কার্যকর থাকবে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম।



নিরাপত্তার স্বার্থে মহিলা পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি আগরতলায় অতিরিক্ত ২৯টি বাইক টহল দল মোতায়েন করা হয়েছে। সাদা পোশাকেও নজরদারি চালানো হবে। এ বছর পূজোকে কেন্দ্র করে জোর করে চাঁদা আদায়ের পাঁচটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। মাদক সংক্রান্ত অপরাধ রূখতেও বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। শান্তিপূর্ণ উৎসব নিশ্চিত করতে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ঈশিয়ারি দিয়েছেন আধিকারিকেরা।

মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসায় অসম মন্ত্রিসভা, উন্নয়ন ও উত্তর-পূর্বের অগ্রগতিতে গুরুত্ব

গুয়াহাটি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব, কর্মনিষ্ঠা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার ভূয়সী প্রশংসা করল অসম মন্ত্রিসভা। শুক্রবার দিসপুরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বৈঠকে একাধিক প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভার মতে, ‘রাষ্ট্র প্রথম’ নীতিকে সামনে রেখে মোদী সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল

পৌঁছে দিতে কাজ করেছে। বৈঠকে নীতি আয়োগের তথ্য উল্লেখ করে জানানো হয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে দেশে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়েছেন।

আবাসন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষককল্যাণ, নারী-সশক্তিকরণ এবং ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। এক্সপ্রেসওয়ে, বন্দে ভারত রেল, মেট্রো নেটওয়ার্ক ও বিমানবন্দর নির্মাণকেও দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রিসভা। অসমের উন্নয়নে সড়ক

ও রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ, গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল, জাগিরোডের সেমিকন্ডাক্টর কেন্দ্র এবং নুমলিগড়ের বায়োইথানল প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি অসমিয়া ভাষার ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা, ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন প্রদান এবং বীর লাচিত বরফুকনের জাতীয় স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়।

মন্ত্রিসভার আশা, ‘সেবা’, ‘অন্ত্যোদয়’ ও ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর আদর্শকে সামনে রেখে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে অসমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নগাঁওয়ে কংগ্রেসকে তিন নম্বরে ঠেলার চ্যালেঞ্জ হিমন্তের, বিজেপির জয় ‘বোনাস’

গুয়াহাটি : নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির জয় হলে তা দলের কাছে ‘বোনাস’ হবে বলে মন্তব্য করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, নগাঁও বর্তমানে কংগ্রেসের দখলে থাকা আসন। বিজেপি সেখানে জিততে পারে কি না, তা দেখতেই লড়াইয়ে নেমেছে। তবে জয়-পরাজয় যা-ই হোক, কংগ্রেসকে তৃতীয় স্থানে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি। শুক্রবার ভোটগণনা। বিজেপির দেবাশিস শর্মা, কংগ্রেসের শিবামণি বরা এবং এআইইউডিএফের বদরুদ্দিন আজমল মূল প্রতিদ্বন্দ্বী।



এ দিন শোণিতপুর জেলার দিঘলী চাপরিতে লোহিয়া ও ভারমোরা গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত একটি সিরামিক টাইলস কারখানার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে ৩২৫ জনের সরাসরি এবং এক হাজারের বেশি মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। এলাকায় আরও শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে হিমন্ত বলেন, ভবিষ্যতে ১৫ থেকে ২০ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হতে পারে। পাশাপাশি কন্যাকা প্রকল্পে দৈনিক ২০ হাজার লিটার দুধ শীতলীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও জানান তিনি।

মণিপুরে সড়ক প্রকল্পে গতি আনতে কেন্দ্রের দ্বারস্থ মুখ্যমন্ত্রী, এলিভেটেড হাইওয়ের আর্জি

নয়াদিল্লি : মণিপুরে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী ইউল্লাম খেমচাঁদ সিং। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির সঙ্গে বৈঠকে শাংশাক-তেংনৌপাল মহাসড়কের কাজ দ্রুত শুরু এবং ইক্ষফলে প্রস্তাবিত এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার আর্জি জানান তিনি।

বৈঠকে জাতীয় সড়ক ৩৭ ও ২-এর অসমাপ্ত কাজ চলতি নির্মাণ মরসুমের মধ্যেই শেষ করার আবেদনও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের কাজ সম্পূর্ণ হলে যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে বলে তিনি উল্লেখ করেন।



ইক্ষফলের যানজট কমাতে প্রস্তাবিত এলিভেটেড হাইওয়ে প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন গডকড়ি। প্রকল্পটির দ্রুত অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানালেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়নি। এর আগে ৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও বৈঠক করেন খেমচাঁদ সিং।

মণিপুরে স্টারলিন্ক বিতর্ক, বিদ্রোহীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের দাবি খারিজ মাস্কের

ইক্ষফল : মণিপুরে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি স্টারলিন্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল বলে ওঠা দাবি সরাসরি খারিজ করলেন স্পেসএক্সের প্রধান ইলন মাস্ক।



বৃহস্পতিবার, এক্সে তিনি জানান, ভারতে স্টারলিন্কের স্যাটেলাইট বিম সক্রিয় নয়। ফলে দেশের মাটিতে এই পরিষেবা ব্যবহার করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন তিনি। ২০২৪ সালে মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর

অভিযানে স্টারলিন্কের নাম লেখা একটি স্যাটেলাইট ডিশ ও রাউটার উদ্ধারের পর বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পুলিশ

জানিয়েছিল, সরঞ্জামগুলি প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে পাচার করে আনা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, মায়ানমারে স্টারলিন্কের পরিষেবা চালু রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, ভারতে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালুর জন্য স্টারলিন্কের এখনও প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন বাকি।



পুলিশের নতুন যুগ!

নব্বইয়ের দশকে যখন একজন শিক্ষানবিশ আইপিএস আধিকারিক হিসেবে প্রথম থানায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন পুলিশের কাজের বড় অংশ জুড়ে থাকত অপরাধের পর ঘটনাস্থলে পৌঁছনো, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা। হাতে লেখা রোজনামচা, মাঝেমাঝে বিকল হয়ে যাওয়া কালো রঙের ঘূর্ণি-ডায়ালের টেলিফোন আর হেড মুন্সি ও বিট কনস্টেবলের অভিজ্ঞতাই ছিল পুলিশের কাজের প্রধান ভরসা। কত দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছল, কত তাড়াতাড়ি অভিযুক্তকে ধরল; সাফল্যের হিসাব অনেকটাই নির্ভর করত তার উপর।

তিন দশক পরে পুলিশের সেই কাজের ধরন দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রযুক্তি, তথ্যভাণ্ডার এবং গোয়েন্দা বিশ্লেষণ পুলিশের সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। এখন শুধু অপরাধের পরে পদক্ষেপ করাই নয়, অপরাধ ঘটান আগেই সম্ভাব্য বিপদ চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুলিশের সামনে তাই প্রশ্নটি আর শুধু, ‘কী ঘটেছে?’ নয়। বরং, ‘কী ঘটতে পারে, আর তা ঠেকাতে আগেভাগে কী করা সম্ভব?’

এই পরিবর্তনই আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার মূল কথা। প্রযুক্তি নিজে কোনও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; অপরাধ প্রতিরোধ, দ্রুত বিচার, বিপন্ন মানুষের সুরক্ষা এবং পুলিশি পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। হরিয়ানায় ডায়াল ১১২, মহিলাদের নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ মোকাবিলা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক তদন্ত, ডিজিটাল প্রমাণ এবং তাৎক্ষণিক গোয়েন্দা তথ্যের ব্যবহারে এই পরিবর্তনের কিছু দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থার হিসাব অনুযায়ী, বছরে ৫০ লক্ষেরও বেশি ফোন আসে জরুরি পরিষেবার নম্বর ১১২-তে। শহর হোক কিংবা গ্রাম, গড়ে সাত মিনিটেরও কম সময়ে সাড়া দেওয়ার লক্ষ্য বজায় রয়েছে। সরু বাজারের রাস্তা কিংবা জনাকীর্ণ গলিতে, যেখানে চার চাকার গাড়ি পৌঁছতে সমস্যায় পড়ে, সেখানে মোটরবাইক টহল দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দিতে পারে। প্রযুক্তি ও মাঠপর্যায়ের উপস্থিতির এই সমন্বয়ই আধুনিক পুলিশিংয়ের শক্তি।

কোনও মহিলা বিপদের মুখে পড়লে ‘দুর্গা শক্তি’ অ্যাপে একটি বোতাম টিপে নিজের অবস্থান পুলিশি নিয়ন্ত্রণকক্ষে পাঠাতে পারেন। রাতে একা যাত্রা করা কোনও মহিলা চাইলে তাঁর যাত্রাপথের তথ্য নথিভুক্ত করতে পারেন, যাতে গন্তব্যে পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁর নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা যায়। এখানে পুলিশের ভূমিকা শুধু বিপদ ঘটান পরে পৌঁছনো নয়, যাত্রাপথে নাগরিকের পাশে থাকার ব্যবস্থাও তৈরি করা।

এই ভাবনাটিই আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত নারী, শিশু, প্রবীণ এবং একাকী চলাচলকারী মানুষের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে, যাতে তাঁরা বিপদের আশঙ্কা অনুভব করলেই সাহায্য চাইতে পারেন। তবে কোনও অ্যাপ চালু করলেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। দ্রুত সাড়া, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং অভিযোগের কার্যকর নিষ্পত্তি; সব কিছুর সমন্বয় জরুরি।

সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আগে অপরাধী অন্য দেশে বসে প্রতারণা করতে পারত, আর টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে একাধিক অ্যাকাউন্ট ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেত। প্রচলিত তদন্তের গতি অনেক সময় সেই দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৯৩০ হেল্লাইনকে ডায়াল ১১২ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে ব্যাক্সের প্রতিনিধিরা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কাজ করেন, যাতে সন্দেহজনক লেনদেন দ্রুত শনাক্ত করে অর্থ স্থানান্তর আটকে দেওয়া যায়।

লেখকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যবস্থায় প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার ফোন আসে। হরিয়ানা প্রতারণামূলক অর্থ স্থানান্তর ঠেকানোর ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে এবং রাজ্যের মধ্যে প্রতারণার অর্থের প্রায় ৪০ শতাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গত জুন থেকে অনলাইনে এক লক্ষ টাকার বেশি ক্ষতির অভিযোগ জমা পড়লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রতিরোধের এই উদ্যোগ আরও এক ধাপ এগিয়েছে ‘অভেদ্য’ অ্যাপ এবং ‘ডুয়াল ওটিপি’ ব্যবস্থায়। অপরিচিত আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে আসা চাঁদাবাজির ফোন ঠেকাতে সাহায্য করে ‘অভেদ্য’। অন্যদিকে, ‘ডুয়াল ওটিপি’ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় কোনও প্রবীণ নাগরিকের বিশ্বস্ত ব্যক্তি সন্দেহজনক বড় অঙ্কের লেনদেন আটকাতে সহায়তা করতে পারেন। ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর নামে প্রতারণার মতো ঘটনায় এই ধরনের ব্যবস্থা কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে। তবে সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রযুক্তিগত প্রতিরোধের পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতনতা, ব্যাঙ্কগুলির দ্রুত সহযোগিতা এবং অভিযোগ জানানোর সহজ পদ্ধতিও অপরিহার্য।

নানা পাটেকর: দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই থেকে মঞ্চ, অভিনয়ের আঙুনে গড়ে ওঠা এক অনন্য শিল্পী

ললিত গর্গ

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এমন কিছু শিল্পী রয়েছেন, যাঁদের পরিচয় শুধু অভিনেতা হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়। নানা পাটেকর ছিলেন তেমনই এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অভিনেতা, নাট্যশিল্পী, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। একই সঙ্গে সমাজের নানা সংকট নিয়ে ভাবিত এক সংবেদনশীল নাগরিক এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল মানুষ। তাঁর কণ্ঠের কর্কশতা, সংলাপ বলার স্বতন্ত্র ভঙ্গি, চোখের তীব্র দৃষ্টি এবং মুখের অভিব্যক্তিতে যেন ধরা পড়ত জীবনের কঠিন বাস্তব।

নানা কখনও অভিনয়কে নিছক বিনোদনের অলংকার হিসেবে দেখেননি। মানুষের দুঃখ, ক্ষোভ, লড়াই, অসহায়তা এবং সামাজিক বৈষম্যকে তিনি নিজের শিল্পের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। ২০২৬ সালের ৮ অক্টোবর, ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় চলচ্চিত্র এমন এক শিল্পীকে হারাল, যাঁর অভিনয়ের স্বতন্ত্র ভাষা সহজে ভোলা সম্ভব নয়। কয়েক প্রজন্মের দর্শকের কাছে নানা শুধু জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক পরিচিত, প্রিয় এবং গভীরভাবে স্মরণীয় উপস্থিতি।

নানার প্রকৃত নাম বিশ্বনাথ পাটেকর। ১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুরব্দ-জঞ্জিরায় তাঁর জন্ম। ছোটবেলার জীবন একেবারে সাধারণ হলেও কৈশোরে পরিবারকে কঠিন আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয়। বাবার ব্যবসা ভেঙে পড়ার পর মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কাজে নামতে হয়েছিল তাঁকে।

মুম্বইয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সিনেমার পোস্টার আঁকার কাজ করতেন নানা। মাসে প্রায় ৩৫ টাকা ছিল তাঁর উপার্জন। কাজের জন্য তাঁকে বহুটা পথ হেঁটে যেতে হতো; কখনও কখনও পারিশ্রমিকের বদলে জুঁত শুধু একবেলার খাবার। দারিদ্র্য তাঁর আত্মবিশ্বাসকে শেষ করে দেয়নি, বরং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বাস্তব করে তুলেছিল। ক্ষুধা, অভাব ও অপমান তাঁকে শিখিয়েছিল মানুষের যন্ত্রণা বুঝতে। পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনয়ের গভীরে যে তীব্র মানবিকতা দেখা গিয়েছে, তার শিকড় খুঁজতে গেলে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না।

শিল্পের প্রতি আগ্রহ থেকেই মুম্বইয়ের স্যার জে জে ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লায়েড আর্টে পড়াশোনা করেন তিনি। বাণিজ্যিক শিল্পী হিসেবেও কাজ করেছেন। কিন্তু অভিনয়ের প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছিলেন থিয়েটারে। বিশিষ্ট মারাঠি নাট্যপরিচালক বিজয়া মেহতার তত্ত্বাবধানে মঞ্চাভিনয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলি শিখেছিলেন নানা। ‘হামিদাবাইচি কোটি’-র মতো নাটক তাঁকে একজন গুরুত্ববহ মঞ্চশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

থিয়েটার তাঁকে শুধু সংলাপ বলা শেখায়নি; শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আবেগকে অনুভব করতে শিখিয়েছিল। চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করা, নীরবতার অর্থ বোঝা এবং শরীরী ভাষার সাহায্যে অনুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা পরে তাঁর অভিনয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, তার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল মঞ্চেই।

১৯৭৮ সালের ছবি ‘গমন’ দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন নানা। তবে ব্যাপক পরিচিতি আসে ‘পরিদা’ ছবির মাধ্যমে। সেখানে তাঁর অভিনীত নেতিবাচক চরিত্র দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। এই ছবির জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পার্শ্বঅভিনেতার সম্মান পান। পরে ‘ক্রান্তিবীর’-এর জন্য সেরা অভিনেতা এবং ‘অগ্নিসাক্ষী’-র জন্য সেরা পার্শ্বঅভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেন। অভিনয়ের জন্য তিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার অন্যতম স্বীকৃতি। ২০১৩ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানেও ভূষিত করা হয়।

‘অন্ধুশ’, ‘সালাম বম্বে!’, ‘অঙ্গার’, ‘তিরঙ্গা’, ‘খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল’, ‘যশবন্ত’, ‘অব তক হুগুন’, ‘অপহরণ’ এবং ‘রাজনীতি’; বিভিন্ন ছবিতে নানা নিজেকে বারবার নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। কখনও তিনি ছিলেন ক্ষোভে ফেটে পড়া বিদ্রোহী, কখনও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ

চরিত্র, কখনও নির্মম অপরাধী, আবার কখনও ব্যক্তিগত যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত এক মানুষ। প্রতিটি চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের ভঙ্গি ছিল আলাদা, অথচ কোথাও কৃত্রিম মনে হয়নি।

‘তিরঙ্গা’-য় শিবাজি রাও ওয়াগলে এবং ‘ক্রান্তিবীর’-এ প্রতাপ নারায়ণ তিলকের মতো চরিত্রে তাঁর দৃপ্ত উপস্থিতি দর্শকদের আলোড়িত করেছিল। অন্যদিকে ‘খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল’-এ এক সংবেদনশীল পিতার ভূমিকায় তিনি দেখিয়েছিলেন, তীব্র সংলাপ ছাড়াও নীরবতা কত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। ‘অগ্নিসাক্ষী’-তে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ভরা চরিত্রেও তাঁর অভিনয় দর্শককে অস্বস্তি ও আবেগের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

নানার অভিনয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল স্বাভাবিকতার মধ্যে তীব্রতা। তিনি শুধু সংলাপ উচ্চারণ করতেন না, যেন চরিত্রের হয়ে কথা বলতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও চাপা ফিসফিসানি, কখনও বিস্ফোরণের মতো তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টি, মুখের সামান্য পরিবর্তন, হাতের ভঙ্গি, সংলাপের মাঝখানের বিরতি; সব কিছু মিলিয়ে তৈরি হতো তাঁর অভিনয়ের নিজস্ব ব্যাকরণ। তাঁর মুখে একটি সাধারণ বাক্যও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারত।

তবে গভীর ও আগ্রাসী চরিত্রে দক্ষতার জন্য পরিচিত হলেও নানা যে হাস্যরসেও সমান সাবলীল, তার প্রমাণ ‘ওয়েলকাম’। সেখানে উদয় শেঠির চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের একেবারে অন্য অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। ‘কন্ট্রোল, উদয়, কন্ট্রোল!’ সংলাপটি জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। যে অভিনেতা ‘পরিদা’ বা ‘ক্রান্তিবীর’-এ দর্শককে অস্বস্তিতে ফেলতে পারতেন, তিনিই ‘ওয়েলকাম’-এ অনায়াসে হাসির পরিবেশ তৈরি করেছেন। এই বৈচিত্র্যই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। মারাঠি চলচ্চিত্রের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। ২০১৬ সালের ‘নাটসম্রাট’-এ গণপতরাও বেলভালকরের চরিত্রে তাঁর অভিনয়কে কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বার্ষিক্য, আত্মপরিচয়ের সংকট, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা ও জীবনের অনিবার্য পতন; এই সমস্ত অনুভূতিকে তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা দর্শকের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

নানা শুধু অভিনয়ের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখেননি। ‘প্রহার: দ্য ফাইনাল অ্যাটাক’ পরিচালনার মাধ্যমে তিনি পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসেবেও নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। ছবিটির প্রস্তুতির সময় কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরবর্তী সময়ে আরও গভীর হয়। তিনি টেরিটোরিয়াল আর্মিতে যুক্ত হন এবং সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদা লাভ করেন। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময়ও তিনি সেনাদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন।

পর্দায় দেশপ্রেমের চরিত্রে অভিনয় এবং বাস্তব জীবনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা; নানার কাছে এই দুইয়ের মধ্যে আলাদা কোনও বিভাজন ছিল না। তাঁর কাছে দেশপ্রেম শুধু স্লোগান নয়, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার বিষয়। ‘তিরঙ্গা’, ‘প্রহার’ এবং ‘ক্রান্তিবীর’-এর মতো ছবিতে জাতীয় পরিচয় ও নাগরিক দায়িত্বের প্রশ্ন উঠে এসেছে। তবে তাঁর ভাবনায় দেশসেবা শুধু সীমান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিজের কাজ সততার সঙ্গে করা, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাও তাঁর কাছে ছিল দেশসেবার অংশ।

নানার ব্যক্তিত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের দুর্দশা, খরা, কৃষিক্ষেত্রের বোঝা এবং গ্রামীণ জীবিকার সংকট তাঁকে গভীরভাবে ভাবিত করত। এই উদ্বেগ থেকেই ২০১৫ সালে অভিনেতা মকরন্দ আনাসপুরের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘নাম ফাউন্ডেশন’। মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত অঞ্চলগুলিতে কৃষক ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করা, জলসংরক্ষণ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করাই ছিল এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইস্ফলে দুষ্কৃতিদের গ্রেনেড হামলায় আহত আরএএফের হেড কনস্টেবল

ইস্ফল : মণিপুরের ইস্ফল পূর্ব জেলায় গ্রেনেড হামলায় আহত হলেন ফাঁপিড অ্যাকশন ফোর্সের (আরএএফ) এক হেড কনস্টেবল। বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, রাত প্রায় ১০টা নাগাদ নিউ লাম্বুলেন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত জওয়ানের চোট গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা বি/১০৭ আরএএফ শিবিরের গেট লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে। বিস্ফোরণে আহত হন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হেড কনস্টেবল ধনঞ্জয় রাই।

ঘটনাটি পোরোমপত থানার অধীন এলাকায় ঘটেছে। হামলার পিছনে কারা রয়েছে, কী উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে; তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর তদন্ত শুরু হয়েছে কি না বা হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

শ্রীভূমির পিরেরচক গ্রাম পঞ্চায়েতে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচি

শ্রীভূমি : শ্রীভূমির আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন এবং আসাম স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন শ্রীভূমির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার শ্রীভূমির বাগবাড়ি পিরেরচক গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যালয়ে একটি স্তন ক্যান্সার সচেতনতা ও স্ক্রিনিং কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) সদস্য এবং ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন (সিএলএফ)-এর কর্মীসহ মোট ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং মহিলাদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা। আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন, শ্রীভূমির জেলা সমন্বয়কের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সচেতনতামূলক অধিবেশনে ডা. রাজদীপ সেন স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেন। তিনি রোগের লক্ষণ সময়মতো শনাক্ত করা এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন। পাশাপাশি, তিনি স্তনের স্ব-পরীক্ষার পদ্ধতি প্রদর্শন করেন এবং স্তনের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অনুসরণীয় গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা ও করণীয় বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন।

আগরতলাকে ‘অভিযোগহীন’ শহর করার উদ্যোগ, হোয়াটসঅ্যাপ ও এআই পরিষেবা চালু ত্রিপুরায়



পানীয় জল প্রকল্পের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্প দুটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮.১৭ কোটি টাকা।

এর মধ্যে রয়েছে ৬৮.১ লক্ষ লিটার জল পরিশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পরিশোধন কেন্দ্র এবং ৬.৮ লক্ষ লিটার ধারণক্ষমতার একটি উঁচু জলাধার। শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ আরও উন্নত করতাই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

মানিক সাহা বলেন, নাগরিকবান্ধব শহর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগরতলা পুরনিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর র্যাপিড রেসপন্স টিমের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ১০টি গাড়িরও যাত্রা শুরু হয়। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই গাড়ি এবং ট্রাকে বসানো জলবাহী ট্যাঙ্কার কিনতে খরচ হয়েছে ২.৭৮ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকারের ‘আমার সরকার’ পোর্টাল ইতিমধ্যেই রয়েছে। নতুন হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা সেই ব্যবস্থার সঙ্গে আরও একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে নাগরিক সমস্যার কথা সরাসরি প্রশাসনের কাছে পৌঁছানো সহজ হবে বলে আশা সরকারের।

নাগাল্যান্ডে ১০৯ জনের কথিত ‘ব্যাকডোর’ নিয়োগ বাতিলের দাবি, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি এনএসএফের

কোহিমা : নাগাল্যান্ডের ১৬টি সরকারি দফতরে ১০৯ জনের কথিত ‘ব্যাকডোর’ নিয়োগ বাতিলের দাবি জানাল নাগা স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ)। বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য চিঠি দিয়ে সংগঠনটি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়ার নীতি নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে।

এনএসএফের অভিযোগ, সরকারি চাকরিতে এই নিয়োগগুলি নিয়ে অনিয়মের প্রশ্ন উঠলেও এখনও পর্যন্ত যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি। সংগঠনটি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রথমবার রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০২৬ সালের মার্চে সময়সীমা বেঁধে চূড়ান্ত সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়। কিন্তু এত সময় দেওয়ার পরেও তাদের দাবি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ ছাত্র সংগঠনের। এনএসএফ জানিয়েছে, অস্থায়ী পিআইএমএস সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার উপকমিটির একটি বৈঠক আগামী ১২ অক্টোবর হওয়ার কথা। সংগঠনের দেওয়া চূড়ান্ত সতর্কবার্তা নিয়ে ওই



বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে তারা জানতে পেরেছে। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটন, চার জন মন্ত্রী, দুই জন উপদেষ্টা, মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্র কমিশনারের উপস্থিতি থাকার কথা। স্বরাষ্ট্র কমিশনারই কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের দায়িত্বেও রয়েছেন।

এই বৈঠকে কথিত অনিয়মের অভিযোগে নিয়োগপ্রাপ্ত ১০৯ জনের নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানিয়েছে এনএসএফ। তাদের বক্তব্য, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও স্বচ্ছতাই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচ্য।

মিজোরামে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন উদ্যোগ

আইজল : মিজোরামে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নতুন করে অনুসন্ধানে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এতদিনের অনুসন্ধানে প্রত্যাশিত সাফল্য না মিললেও আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত সরঞ্জাম এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এবার নতুন দিশা খুঁজতে চাইছে সরকার। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কোলাসিব জেলার হরটকি এলাকায় নতুন অনুসন্ধানী কুপ খননের প্রস্তুতি চলছে। জায়গাটি ২০১১-১২ সালে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-র গ্যাস আবিষ্কারের স্থান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে।

সম্প্রতি রাজ্যে তেল অনুসন্ধানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে একটি বৈঠক হয়। তাতে বাণিজ্য, শিল্প, ভূতত্ত্ব ও খনি দফতরের সচিব এইচ লিয়ানজেল-সহ কেন্দ্রীয় হাইড্রোকার্বন অধিদফতর, ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ইন্দ্রধনুশ গ্যাস গ্রিড লিমিটেডের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে লিয়ানজেল জানান, আগের অনুসন্ধানগুলিতে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। তবে কেন্দ্র, তেল ও গ্যাস সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় বাড়ায়



নতুন করে সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কোলাসিব জেলার হরটকির কাছে নতুন অনুসন্ধানী কুপ খননের প্রস্তাব। এলাকাটি মেইদুমের কাছাকাছি। ২০১১-১২ সালে এই অঞ্চলে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিল ওএনজিসি। খননের কাজে ভারী সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য মেইদুম-হরটকি সড়কের পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। এই কাজের অংশ হিসেবে ২০২৫ সালে ছিমলুয়াং নদীর উপর একটি সেতুও মেরামত ও শক্তিশালী করা হয়েছিল। মেইদুম এলাকায় অনুসন্ধান ফের শুরু করার পরিকল্পনা আগেই জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। হরটকিতে খননের সুযোগ তৈরি করতে অনুসন্ধান ব্লকের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদনও করেছে ওএনজিসি।

২০১১ সালে মিজোরামে অনুসন্ধানী খনন শুরু করে সংস্থাটি। কোলাসিব জেলার মেইদুম ও জানলানে কুপ খনন করা হয়। অন্যদিকে, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড আইজলের কাছে আইবক, সাইটুয়াল জেলার কেইফাং এবং সেরছিপ জেলার খেনজলে অনুসন্ধান চালিয়েছে।

ত্রিপুরায় গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ মিশনে জোর

আগরতলা : সরকারি চাকরির বাইরে বিকল্প আয়ের পথ তৈরি করতে ত্রিপুরায় পশুপালনকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলল রাজ্য সরকার। বেকার যুবক-যুবতী এবং মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে মুরগি, শূকর, হাঁস ও গবাদিপশু পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বৃহস্পতিবার, ‘প্রাণিসম্পদ, জীবিকা ও মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের উপর বিশেষ নজর’ শীর্ষক এক জাতীয় আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরিবারের আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রেও পশুপালনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

মন্ত্রী জানান, কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে পশুপালন গ্রামীণ পরিবারের কাছে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে। ত্রিপুরায় মুরগি পালন, শূকর পালন, হাঁস পালন এবং গবাদিপশু পালনের মতো উদ্যোগের প্রসার ঘটছে। এর ফলে বহু যুবক-যুবতী নিজেদের উদ্যোগে জীবিকা গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন বলে তাঁর দাবি।

পশুপালনভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ মিশনের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন সুধাংশু দাস। তাঁর বক্তব্য, এই প্রকল্পের সহায়তায় বেকার যুবক-যুবতীরা প্রাণিসম্পদভিত্তিক ব্যবসা শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি আয়ের পথ তৈরি করতে পারছেন। গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রকে জাতীয় সরকারের সহায়তার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত বিজয়ন! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কেরল হাই কোর্টের



তিরুবনন্তপুরম : কেরলে পালাবদলের পর এবার দুর্নীতির অভিযোগে বিপাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর পরিবার। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-কে ঘিরে তথাকথিত আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষ কাণ্ডে বিজয়নের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল কেরল হাই কোর্ট। আদালত সাফ বলছে, আইটি পরামর্শ সংক্রান্ত পরিষেবার নামে বিজয়নের কন্যা বীণার বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানি ‘এক্সালজিক সলিউশনস’-কে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিল তাতে অস্বচ্ছতা রয়েছে।

সিএমআরএল মামলায় প্রবীণ সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং জামাই তথা সিপিআই(এম) নেতা পি এ মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে আবেদন করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজয়ন ও তাঁর মেয়ের দিকে নজর ছিল ইডির। একাধিকবার তাঁর বিভিন্ন ঠিকানায় হানাও দেন ইডি আধিকারিকরা। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ইডি আধিকারিকদের বক্তব্য

ছিল, বিজয়নের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা উচিত কেরলম পুলিশের। কিন্তু কেরল সরকার সরাসরি এফআইআর দায়ের না করে হাই কোর্টে আবেদন করে প্রাথমিক তদন্ত সেরে নেওয়ার জন্য। শুক্রবার কেরল হাই কোর্ট জানাল, কোনও প্রাথমিক তদন্তের দরকার নেই। বিজয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর দায়ের করা হোক। শুক্রবার কেরল হাই কোর্টের বিচারপতি এ বদরুদ্দিন বলে দিলেন, ইডির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত না করে সরাসরি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং অন্যান্য ধারায় এফআইআর করতে হবে। আদালত বলছে, বিজয়ন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কন্যা বীণার বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানি ‘এক্সালজিক সলিউশনস’-কে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিল কেরল সরকার। সেই লেনদেনে বেনিয়ম রয়েছে যে বলে যে তথ্যপ্রমাণ ইডি পেশ করেছে সেটা এফআইআর দায়েরের পক্ষে যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, দুর্নীতির অভিযোগে বিজয়নের বিরুদ্ধে বহু আগে থেকেই ইডি বিজয়নের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। একাধিকবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়েছে।

বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে, অগ্নিবীরদের বয়সে ছাড়! উত্তরপ্রদেশে বিরাট ঘোষণা যোগীর

লখনউ : উত্তরপ্রদেশবাসীর জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩৯টি প্রকল্পে সিলমোহর দিল যোগী সরকার। যেখানে নয়ডার জেওয়ার বিমানবন্দরের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে করার



শারীরিক পরীক্ষা দিতে হবে না। তাদের শুধুমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হবে। কারা ইতিমধ্যেই তাঁরা লিখিত ও শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে অগ্নিবীর হয়েছেন। চারটি বিভাগেই কনস্টেবল নিয়োগের জন্য ২০ শতাংশ সংরক্ষণ হবেন।

এছাড়া হোলি ও দিওয়ালির

পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, হোলি ও দিওয়ালীতে রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে সিলিন্ডার দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের চারটি বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অগ্নিবীরদের নিয়োগ করছে। এই অগ্নিবীরদের রাজ্যের দপ্তরগুলিতে নিয়োগ করা হবে। পুলিশ, কারা, বন ও পরিবহন দপ্তরে অগ্রাধিকার পাবেন অগ্নিবীররা। অগ্নিবীরদের তিন বছরের বয়সসীমা শিথিল করা হবে। তাঁরা ২৫ বছরের পরিবর্তে ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি, তাঁদের লিখিত পরীক্ষা এবং

জন্ম বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডারের ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য সরকারের তরফে ২,১৪২ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। সময়মতো সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে সিলিন্ডার। কৃষকদের স্বার্থে এমএসপিতেও বড় ঘোষণা করেছে সরকার। কৃষকদের থেকে ৬৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর ৬২ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবার ভুট্টার জন্মমূল্য হবে ২,৪১০ টাকা, যা গত বছরের চেয়ে দশ টাকা বেশি। এর পাশাপাশি ১৭২৫টি নতুন বৈদ্যুতিক বাস, পিপিপি মডেলে বাস টার্মিনাল নির্মাণ, ৭৫টি জেলায় এআই কেন্দ্র খোলার ঘোষণা করা হচ্ছে।

৩ নভেম্বর পর্যন্ত ইরানে হামলা নয়, ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন : আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ইরানে হামলা চালাবে না আমেরিকা। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ইরানের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা চলছে। তবে দেশটির উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ বহাল থাকবে। ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে আমেরিকা ও ইজরায়েল। সম্প্রতি আরব সাগরে তিনটি বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করেছে আমেরিকা। পালটা ইরানও নিজদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও আইআরজিসিকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের ঘোষণায় আপাতত স্বস্তি মিলেছে।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, জেএনইউতে অধ্যাপকের চাকরি খোয়ালেন কংগ্রেস সাংসদ

নতুনদিল্লি : বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত হলেন কংগ্রেস সাংসদ আংগমচা বিমল আকইজাম। অধ্যাপকের চাকরি খোয়াতে



হল তাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে আভ্যন্তরীণ তদন্তের পর মণিপুর থেকে কংগ্রেসের এই সাংসদকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তীশ্রী ডি পণ্ডিতের সই করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ইন্টারনাল কমিটি (আইসি) আংগমচা বিমল আকইজামের বিরুদ্ধে তদন্তের পর কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছিল। সমস্ত তথ্য ও কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ইউজিসি রেফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস বিধির ১১নম্বর ধারা অনুযায়ী এই শাস্তি কার্যকর করা হল। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা জেএনইউ-র প্রাক্তন ওই অধ্যাপক।

জানা যাচ্ছে, গোটা ঘটনার সূত্রপাত গত মে মাসে। জেএনইউ-র ১১ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসির কাছে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের

করেন। তবে অভিযোগ দায়েরের চার মাস পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি করা হয়। এর জেরে গত মাসে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। স্বচ্ছ তদন্তের দাবি সরব হন তাঁরা। গোটা ঘটনায় কংগ্রেস এনএসইউআই এবং বাম ছাত্র সংগঠনগুলির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে এবিভিপি। ঘটনায় দিল্লি মহিলা কমিশনও সেপ্টেম্বর মাসে জেএনইউ-র কাছে রিপোর্ট তলব করে।

তবে গুরু থেকেই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন আকইজাম। তিনি বলেন, মিথ্যা অভিযোগ তুলে কিছু চক্রান্তকারী তাঁর দুর্নাম করার চেষ্টা করছেন। তবে আভ্যন্তরীণ তদন্তের পর অবশেষে জেএনইউ-র চাকরি খোয়াতে হল আকইজামকে। প্রসঙ্গত, জেএনইউ-এর ‘স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস’-এর ‘সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ সোশ্যাল সিস্টেমস’-এর অধ্যাপক ছিলেন আকইজাম। পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মণিপুর থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে সাংসদ হন তিনি।

এসআইআর-এ বাদ ২৭ লক্ষের দায় মমতার : শুভেন্দু

কলকাতা : নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনেও গেরুয়া বাড়। আত্মবিশ্বাসের ডানায় ভর করে ভারতীয় জনতা পার্টির নিশান উড়ছে পতপত করে। বিরোধীদের মুখে ফেলে উপনির্বাচনে আরও বিধানসভা আসন বিজেপির দখলে।



মুসলিম অধ্যুষিত রেজিনগরে প্রায় ৭২ শতাংশ মুসলিম ভোট পড়েছে গেরুয়াশিবিরের ঝুলিতে। প্রাক নির্বাচন এসআইআর প্রক্রিয়া কি ভোটে প্রভাব ফেলেছে? এই প্রশ্নে এসআইআরের দায় মমতার বলেই দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম অ্যাডজুডিকেশনে রয়েছে। তার জন্য ইলেকশন কমিশন বা বিজেপি দায়ী নয়। এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী। ৭ লক্ষ মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নিয়ে তো কোনও অভিযোগ নেই। মমতার উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, সুপ্রিম কোর্টে কে যেতে

বলেছিল ওঁকে? বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগে সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ধরাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে তৎকালীন শাসকশিবির। এদিন নব্বাম সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠকে বিগত সরকারকে বিঁধে শুভেন্দু বলেন, মানুষের ভয়মুক্ত, ভরসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হুমায়ুন সাহেবরা সোশাল মিডিয়াতে যত বলেছে, মুসলিমরা তত বেশি কাউন্টার করেছে। সংখ্যালঘুরা ভোট দিয়েছে কারণ তারা সরকারের সঙ্গে থাকতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী বন্ধুত্ব দিবসের ডাক দিয়েছিলেন, মানুষ সাড়া দিয়েছেন। শুভেন্দুর কথায়, ত তাঁদের বলা হয়েছিল বাংলাদেশে পাঠানো হবে। ওরা এলে কী করবে, বুঝবে মজা। ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু মানুষ সে সব কথা কানে তোলেনি বলেই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

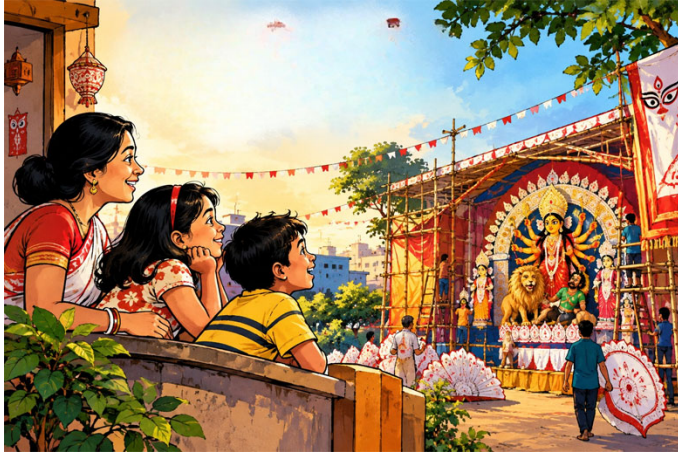
আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ

প্রদীপ দত্তরায়

কাঙ্ক্ষিত ভালো কিছু জন্য প্রতিক্ষা না তার প্রাপ্তি - কোনটি মধুরতর? স্যামুয়েল বেকটোর কালজয়ী নাটক ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ শুরু হয় দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র ভ্লাদিমির আর এস্ট্রাগনের ‘গোডো’ নামক এক ব্যক্তির প্রতিক্ষায় যে তাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। দিনের পর দিন যায়, পাতাঝরা বসন্ত শেষ হয়, নতুন সবুজের ছোঁয়ায় প্রকৃতি আবার পাখা মেলে কিন্তু গোডো আসেনা। প্রতিক্ষা নিয়েই শেষ হয় নাটক। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের ‘অমল’ও তেমনি রাজার চিঠির অপেক্ষা করে থাকে, সে চিঠি আদৌ আসে কিনা তা গৌন হয়ে উঠে, প্রতিক্ষাই যেন মধুরতর হয়ে দাঁড়ায় আসলে প্রতিক্ষা কল্পনায় পাখা মেলে, প্রাপ্তি বাস্তবে প্রোথিত। তাই প্রতিক্ষা সীমাহীন অব্যর্থ, প্রাপ্তি সীমায়িত।

কথাগুলো মনে হল অন্য এক প্রসঙ্গে। সামনেই মহালয়া। পিতৃপক্ষের তর্পণ শেষে সূচনা হবে দেবীপক্ষের। সাংবাৎসরিক শারদোৎসবে আবার মাতবে আপামর বাঙালি। সারা বছরের কর্মব্যস্ততা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব, দুঃখ, শোক সবকিছুকেই ছাপিয়ে পূজোর এই কয়েক দিন অন্য এক আনন্দঘন আবেগের বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে প্রত্যেক বাঙালির জীবনে। উৎসবের এই প্রাক মুহূর্তে স্মৃতিতে তাই উঁকি দিচ্ছে শৈশবের সেই দিনগুলো যখন পূজোর অপেক্ষাই ছিল মূল আনন্দ। পূজো আসছে এই আবেগই অনেক দিন জুড়ে শিহরণ তৈরি করত, এই প্রতিক্ষাই মনপ্রাণ জুড়ে এক অনাগত মধুর উত্তেজনার আবেশ ছড়াত।

আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মালিগাও রেলওয়ে কলোনিতে। প্রাথমিক শিক্ষাও সেখানকার রেলওয়ে স্কুলে। পূজো আসত প্রতি বছর নিয়ম মেনে। কৈশোরের সেসব দিনে পূজোর আগে থেকেই আমাদের সবার মনে কাজ করত এক উত্তেজনা - কবে হবে পূজোর মিটিং! সেই সভায় আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিভাবকরা সভায় বসে পূজোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। মিটিং এর দিন পড়ায় মোটেই মন বসত না, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম কখন শেষ হবে মিটিং, কখন মিটিংয়ের শেষে বাবা বাড়িতে এসে ঘোষণা করবেন যে পূজোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে আর তার সাথে অবশ্যই জানতে হবে কি কি বিশেষত্ব



থাকবে এবারের পাড়ার পূজোতে! এনিয়ো থাকত ব্যপক কৌতুহল আর উত্তেজনা।

মিটিং এর পরেই শুরু হয়ে যেত অস্থায়ী মন্ডপ তৈরির কাজ। যে পথ দিয়ে স্কুলে যেতাম সেই পথেই পড়ত পূজো মন্ডপ। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া বা আসার পথে কিছুক্ষণ প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে কতটা ও কিভাবে কাজ হচ্ছে তা দেখা ছিল আমাদের কৈশোরের প্রতিদিনের রুটিন। প্রতিদিন একটু একটু করে এগোত মন্ডপের কাজ। আর তার সাথে ছোট কিশোর মনেও ধাপে ধাপে রঙিন এক ক্যানভাস তৈরির প্রক্রিয়া চলত।

প্রকৃতিও এইসময় অন্য রূপে দেখা দিত। নির্মল আকাশ, তাতে পের্জা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। সন্ধ্যাবেলা পাড়ায় বেরোলেই শিউলি আর ছাতিমের মাদকতাময় গন্ধ। দেবীর আগমন বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে প্রকৃতিও যেন সাজো সাজো রূপে আবির্ভূত হত। সামনেই পূজোর ছুটি আর সেই সার্বিক পরিবেশ কিশোর মনেও যেন কোন এক অনির্বচনের আবেশ ছড়িয়ে দিত, প্রতিক্ষার সেসব প্রহরকে আরো ব্যঞ্জনা ভরিয়ে দিত।

মহালয়ার আগের রাতে প্রত্যেক বাড়িতেই চলত অন্য প্রস্তুতি। আমাদের ছোটদের ভোর রাতে ঘুম থেকে ডেকে বসিয়ে দেওয়া হত রেডিওর সামনে। আধো ঘুম আর জাগরণের মধ্যে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠের সেই অমোঘ উচ্চারণ ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে অন্তরিত মেঘমালা; প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ীর আগমন বার্তা’- সে আর এক অন্য অনুভূতি। যা সেই অপেক্ষাকেই অর্থবহ করে তুলত অনাগতের অপেক্ষায় শিহরিত কিশোর মনকে দোলা দিয়ে আবার জানিয়ে যেত- ‘পূজো আসছে’।

প্রতিক্ষার প্রহরে শেষ তুলির টান পড়ত পূজোর পঞ্চমী দিনে। পাড়ার

সবাই মিলে সেদিন লরিচে করে ঠাকুর আনতে যাওয়া হত। ছোটদের যেতে বাধানিষেধ থাকত, কিন্তু পাড়ার দাদাদের কাছে বারবার অনুরোধ, আর অভিভাবকদের সাদর প্রশ্নে লরির এক কোণে অবশেষে ঠাই মিলত, দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া যেত সেই সফরে। সবার সাথে সেই যাওয়া আর ফিরে আসার আনন্দ আর আবেগকে এখনো বয়ে নিয়ে বেড়াই। প্রতিমাকে বরণ করে নিতে উপস্থিত থাকতেন পাড়ার সব গৃহিণীরা। উলুধ্বনি এবং শাঁখের মঙ্গলিক ধ্বনিতে মুখরিত হত পূজো মন্ডপ। সে এক অনির্বচনীয় পরিবেশ।

সেই বয়েসে পূজো শুরু হওয়া মানেই যেন পূজো শেষ। অসীম ব্যস্ততার মাঝে পূজোর কটাদিন কিভাবে কেটে যেত টেরই পেতাম না। শহরের পূজো দেখা, বিভিন্ন জায়গার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বন্ধুদের সাথে সারাদিন ধরে টো টো, সবকিছু থাকলেও মন কিন্তু পড়ে থাকত সেই পাড়ার পূজো মন্ডপেই। তাতে হয়তো বাহুল্য বা চাকচিক্যের রোশনাই থাকতনা, কিন্তু পাড়ার সবার আন্তরিক সহযোগ আর একাত্মতায় সেই পূজোমন্ডপ এক বার্ষিক মিলনমেলায় রূপান্তরিত হত, যার ভাগিদার হতেন পাড়ার প্রত্যেক পরিবার।

সবার শেষে আসত বিজয়া দশমীর মুহূর্ত। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিমা বিসর্জনের পর সারা পাড়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত এক নিশ্চলতা। যেন এক স্বজন হারানোর শোক।

আজ জীবনের অনেক চড়াই, উৎরাই পেরিয়ে পৌঁড়ছের দোড়গোড়ায় এসে পৌঁছেছি। ‘পূজো আসছে’ এই অনাগত উত্তেজনা আর প্রতিক্ষার প্রহর সঙ্গত কারণেই আজ আর কৈশোরের সেইসব দিনের মতো নাড়া দেয়না। হয়তো আমার মতো যারা জীবনের অনেকটা অভিজ্ঞতার পাঠ পেরিয়ে এসেছেন তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই এই অনুভূতি প্রযোজ্য। কিন্তু সেই অনাবিল দিনগুলোকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে হয়, ভীষনভাবে।

আজ যারা কিশোর, কিশোরী, যারা স্কুলের পাঠ নিচ্ছে তাঁদের জগৎ অনেক ব্যাপৃত। আন্তর্জালের সৌজন্যে প্রায় সারা পৃথিবী আজ তাদের হাতের মুঠোয়। শারদীয়া আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী কিম্বা শুক্তারা নিয়ে অপেক্ষার যুগ আর নেই।

শহরাঞ্চলে পাড়ার ঘরোয়া পূজোর সংখ্যাও অপসূয়মান। বারোয়ারী পূজোতে চাকচিক্য বেড়েছে, দর্শনার্থীদের লাইন বেড়েছে কিন্তু একাত্মতা, সংলগ্নতা কমেছে। গ্রামীণ এলাকার পূজোতে অবশ্য এখনও আন্তরিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। তবে ‘পূজো আসছে’ এই শিহরণ আর রোমাঞ্চ কতটা আজকের কিশোর প্রজন্মকে নাড়া

দেয় তা অজানা। হয়তো দেয়, হয়তো তার ব্যাঞ্জনা ভিন্নতর।

তবে যতই যান্ত্রিকতা আমাদের আবিষ্ট করুক না কেন, শরতের শিউলি আর কাশফুল, মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্র কৃষ্ণের চন্ডিপাঠ, আর কৈশোরের সেই আবেগঘন প্রতিক্ষার প্রহর, সব অনুভূতি একাকার হয়ে যে দৃশ্যকল্প আমাদের মনোজগতে তৈরি হয়েছিল, তা চিরস্থায়ী হয়েই থেকে যাবে আজীবন।

পূজোর দিনগুলো সবার জীবনে সৌহার্দ্য আর সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনুক। সবার পূজো ভালো কাটুক। (লেখক ছাত্র সংগঠন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী)

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

- Breaking News
- In-Depth Analysis
- Expert Opinions
- Local & Global Stories
- Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS



**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll

→ **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>

✉ info@krcfoundation.org

☎ **+91 - 9330830083**



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্কাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান

WhatsApp: 8721838313

e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krctimes.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD

<https://bit.ly/krctimesratecard>

